ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম

শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মানববন্ধন করেছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বাসিন্দারা। রবিবার (১২ জুলাই) বিকাল ৪টায় শহরের পাগলাকানাই মোড়ে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে জলাবদ্ধ এলাকার বাসিন্দারা মানববন্ধন করেন।

তারা মানবববন্ধন থেকে ঝিনাইদহ পৌরসভাকে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একদিনের বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বেপারিপাড়া, পাগলাকানাই মোড়, উপশহরপাড়া, কাঠালবাগান, কাঞ্চনপুর, মোল্লাপাড়াসহ বিস্তৃর্ণ এলাকা।

দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা, দীর্ঘদিন সংস্কার না করা ও যত্রতত্র অপরিকল্পিত প্লান পাসের মাধ্যমে অপরিকল্পিত নগর তৈরি এবং এই এলাকার পানি নিষ্কাসনের একমাত্র ডিঙ্গেমারা খালের দখলের কারণে এই অঞ্চলে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। গতবছরও পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ জানালেও তারা কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তারা বলেন, শুক্রবার রাতে একদিনের বৃষ্টিতেই মানুষের ঘরের মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে। ড্রেনের ময়লা পানি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে বিস্তর এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকার বাসিন্দারা পানি বাহিত রোগ ও নোংড়া পানির কারণে জনস্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোন খোঁজখবর নেয়নি।

তারা বলেন, আমরা প্রতিবছর পৌরসভাকে হোল্ডিং ট্যাক্স সহ বিভিন্ন কর দিচ্ছি পৌরসভাকে কিন্তু পৌরসভা আমাদের উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থায়ী পদক্ষেপ না নিলে তারা পৌরসভা ঘেরাও করার ঘোষণা দেন মানববন্ধন থেকে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার, সহসভাপতি ফকরুদ্দিন মুন্না, আনোয়ার হোসেন, এলাকার বাসিন্দা জিয়া উদ্দিন, ইনজামামুল হক, আসাদুজ্জামান, রইচ উদ্দিন।

এছাড়াও এই কর্মসূচিতে ভুক্তভোগী এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার

মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ৬ গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন ৬ গ্রামবাসী।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের শতাধিক কৃষক মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তিনি বলেন, তেরাইল মোহাম্মদপুর ষোলটাকা তিন গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রশাসনকে জানিয়েছি মানববন্ধন হয়েছে ওই মাঠে। তখন অল্প ছিল জলবদ্ধতা। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে পুরো মাঠ প্লাবিত হয়েছে। মাঠ প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। এখন এটা যদি নিরসন না হয় ফসলের তো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হবে। রাস্তার পাশে ক্যানাল আছে সেগুলো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশাসন নজর দিয়ে ক্যানালগুলো যদি ঠিক করে দেয় তাহলে জলবদ্ধতা কমে যাবে।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বহু বছর ধরে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি বা সামান্য প্লাবন হলেই জমি ডুবে যায়। ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকরা একদিকে লোকসানের বোঝা বইছেন, অন্যদিকে ঋণের টাকা শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বক্তারা দ্রুত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। ষোলটাকা ইউনিয়নের সাত আটটা গ্রামের প্রচুর জমিতে সব গ্রামের পানি এসে আটকে থাকে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকাই জমিতে সারা বছর পানি আটকে থাকে । যার ফলে কোনরকম চাষাবাদ করা যায় না। বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর কাটার জন্য ক্যানাল বন্ধ করে ফেলে। ক্যানাল বন্ধ হাওয়াই মূলত জলবদ্ধতার কারণ। চাষাবাদ না করতে পেরে আমাদের গ্রামের মানুষ অনাহারে না খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি গ্রামের সকল মানুষের গরুর খাবারে সংকট দেখা যায়। তিন থেকে পাঁচ হাজার বিঘা জমি পানি আটকে আছে।

পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে গমের চাষ হবে না, ভুট্টা চাষ হবে না, কৃষকের আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রবিশস্যের চাষ গুলো আমাদের মাঠে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

গাংনীতে নির্মাণাধীণ কাজে জটিলতা নিরসনে গঠিত কমিটির পরিদর্শন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের প্রানকেন্দ্র বড়বাজার এলাকার নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে।

ফলে গাংনী উপজেলাবাসির দুভোর্গ বেড়েছে। রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় গাংনী বড়বাজার এলাকায় ছোট বড় দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। এতকিছুর পরেও রাস্তার এই

অংশটি নির্মাণের কোনো উদ্যোগে গ্রহণ করেনি সড়ক বিভাগ।

জানা গেছে, সড়ক বিভাগের নিজস্ব জায়গা অজ্ঞাত কারণে প্রভাবশালী মহলের কাছে রেখে জেলা পরিষদের জায়গা দখলের অপচেষ্টা করছেন সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান।

একটি সূত্র মতে জানা গেছে, ইতোপূর্বে সড়ক বিভাগ গাংনী উপজেলা শহরের সড়ক বিভাগের উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করে মাইকিং করলেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেনি। ফলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অবৈধ দখলে নিয়ে চারতলা বিল্ডিং তৈরী করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের উৎস তৈরী করেছে একটি প্রভাবশালী মহল।

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিজস্ব জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত না করে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান জেলা পরিষদকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জেলা পরিষদের জায়গা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এসব ঘটনায় ইতোমধ্যে জায়গার মালিকানা নির্ধারণে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত টিম গত সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরে আসেন। তদন্ত টিমের প্রধান ছিলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, সদস্য হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড ইকুইজেশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। এসময় গাংনী বাজারের বিশিষ্ট জন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা যৌথভাবে তদন্ত করেছি। এই তদন্ত টিমের প্রধান রিপোর্ট লিখবেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব যৌথ পরিমাপ করে বিষয়টি চুড়ান্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের দাবি একটা প্লট, আর আমাদের দাবি আরেকটা প্লট। আসলে ওদের (জেলা পরিষদের) কাগজপত্র যেটা ওদের কাগজপত্র অনুযায়ী ওদের প্লট যেটা আমরা সেটা চাইনি। আমরা যেটা চাচ্ছি জেলা পরিষদ সেটা মানছেন না। এসডি মিজানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা নিজেদের জমি চাইলে জেলা পরিষদ মানবেনা কেনো? এব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি চাচ্ছি, জেলা পরিষদের আটকানোর বিষয়ও না, কিন্তু তারা যৌথ পরিমাপ করছেনা। যৌথ পরিমাপ করলেই তো বোঝা যেতো এটা আমাদের

নাকি তাদের প্লট।

সড়ক বিভাগের জায়গা ফেলে রেখে জেলা পরিষদের জমিতে যেতে চাচ্ছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এব্যাপারে কোনো কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। আমি কোনো কথা বলবোনা। এটা এখন ডিডি সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়। তারা জ্যান্ডিলিংখ করছে আপনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।

মুজিবনগরে সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলার গুডনেইবার বাংলাদেশ কার্যালয়ের হলরুমে “সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটির আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এমআইপিএস প্রকল্প, এফসিডিও’র আর্থিক সহায়তায়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক মো: নজির উদ্দীন এবং সঞ্চালনা করেন পিএফজি সমন্বয়কারী মো: ওয়াজেদ আলী খান। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো: খোরশেদ আলম এবং এলাকা সমন্বয়কারী এস.এম. রাজু জবেদ।

বক্তারা তাঁদের আলোচনায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তারা বলেন, সামাজিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি। পারিবারিক শিক্ষার প্রসার, যুব সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের মানবিক নেতৃত্ব সহিংসতা কমিয়ে সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে বলে মত দেন বক্তারা।

সভায় বক্তব্য রাখেন, সমন্বয়কারি মো: ওয়াজেদ আলিখান, শিক্ষক মো:

নজির উদ্দীন, ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর তনময় মন্ডল, বিএনপি নেতা সুজন আলি খান, মাহফুজ আহম্মেদ, খ্রিষ্টান ধর্মযাজক গাব্রিয়াল মন্ডল, নারী প্রতিনিধি নিলুফা খাতুন, ইমাম মোস্তাফিজুর রহমান হৃদয়, পুরোহিত পবিত্র কুমার এবং পিস অ্যাম্বাসেডর মুন্সি মোকাদ্দাস। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠিগত ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সমাজ থেকে বিভেদ, অহংকার ও বিদ্বেষ দূর করে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সম্মান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সভায় দাশ ও মুচি সম্প্রদায়, মুসলিম, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দুটি গ্রুপ যারা সাধারণত একে অপরের প্রোগ্রামে অংশ নেন না। তারা সবাই একত্রিত হয়ে সম্প্রীতির এক মিলনমেলায় পরিণত করেন অনুষ্ঠানস্থলকে।

সভাটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

চুয়াডাঙ্গায় যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের পাশে রোভার স্কাউট

চুয়াডাঙ্গায় যানজট নিরসন ও সাধারণ মানুষের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি কাজ করছে রোভার স্কাউটের সদস্যরা। সোমবার সকাল থেকে দিনব্যাপী এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের চাপে চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজট বেড়ে গেছে। চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার, কোর্ট মোড় ও একাডেমি মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে যানজটে নাকাল জনসাধারণ। জেলা ও জেলার বাইরে থেকে আগত ইজিবাইক, চার্জার

ভ্যানসহ বিভিন্ন ছোট যানবাহনের কারণে যানজট আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি রোভার স্কাউটের সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট আল মুতাকাব্বির সাকিব বলেন, “যানজট জনজীবনের জন্য বড় সমস্যা। ঈদের আগে চুয়াডাঙ্গার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানজট প্রকট আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে আমরা কাজ করছি। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক জাহিদুল হাসান স্যারের নির্দেশনায় আমাদের এই কার্যক্রম চলছে।”

তিনি আরও জানান, ২৫ রমজান থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের সেবা ও নিরাপত্তা রক্ষায় রোভার স্কাউট সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন।

এই কার্যক্রমে অংশ নেওয়া রোভার স্কাউট সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাদ হাকিম, সালমান ফার্সি, সৌরভ হোসেন, কামাল হোসেন, মাহিন বিল্লা, রাব্বি, ইকবাল, নাফিজ, সাইদুর, মুজাহিদ, রাজসহ আরও অনেকে। এছাড়া গার্ল ইন রোভার সদস্যরাও এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন।